Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা আক্তার

রোলঃ 23090120839

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা আক্তার

রোলঃ 23090120839

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসমা আক্তার, আইডিঃ 23090120839 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আসমা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আসমা আক্তার

আইডিঃ 23090120839

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

প্রযুক্তির সংজ্ঞা ও প্রেক্ষাপট: 6

ইসলামে জ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব: 8

প্রযুক্তির কল্যাণ ও সুবিধা: 9

প্রযুক্তির ফাঁদ: আধুনিক বাস্তবতা: 10

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তির অপকারিতা: 12

ডিজিটাল দুনিয়ায় গোপনীয়তা ও নৈতিক দিক: 14

প্রযুক্তির আসক্তি ও মানসিক স্বাস্থ্য: 15

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দায়িত্ব: 16

ইসলামী সমাজে প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার: 17

সমাধান ও পরামর্শ: 18

উপসংহার: 19

বিষয়: প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ।

ভূমিকা:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

প্রযুক্তি আধুনিক সমাজের এক অনন্য অর্জন। বলতে গেলে এটি আমাদের জীবনে এক অভাবনীয় আর্শীবাদ নিয়ে এসেছে। যা আমাদের জীবনকে সহজ, দ্রুত ও সুবিধাজনক করেছে। আমরা মুহূর্তেই বিশ্বের যেকোনো স্থানের তথ্য প্রাপ্তি, যোগাযোগ, শিক্ষাজ্ঞান,আধুনিক চিকিৎসা এবং ব্যবসা-ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি অর্জন করতে পারি। তবে প্রতিটি আশীর্বাদের সাথে আসে পরীক্ষা। প্রযুক্তি যেমন মানবজাতির কল্যাণে অবদান রাখে,তেমনি এর অপব্যবহার মানব জীবনের নৈতিকতা,মানসিক শান্তি এবং আত্মিক উন্নয়নকে হুমকির মুখে ফেলে।
ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে সংযম, নৈতিকতা ও ভারসাম্যের গুরুত্ব। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বলেন:

فَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“আর এ পৃথিবীতে তোমরা সীমা অতিক্রম করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।”(সূরা আল-আ’রাফ, ৭:৫৫)

আমরা প্রযুক্তির কল্যাণ ও ক্ষতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলে, এটি আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুফলময় করতে পারে। এই থিসিসে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব প্রযুক্তির সুবিধা, ফাঁদ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তবসম্মত সমাধান।

প্রযুক্তির সংজ্ঞা ও প্রেক্ষাপট:

প্রযুক্তি’ শব্দটি ইংরেজি Technology থেকে উদ্ভূত,প্রযুক্তি’ এসেছে Techne + Logos
অর্থাৎ
> কৌশল
> প্রয়োগ
> জ্ঞান

ইসলাম বলে মানুষের জ্ঞান আল্লাহর দান যার অর্থ হলো বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং কৌশলগত দক্ষতা। সহজভাবে বলতে

গেলে, যখন মানুষ তার জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে কোনো কাজকে সহজ ও কার্যকর করে তোলে,তখন সেটি প্রযুক্তি। প্রথম যুগে মানুষ আগুন জ্বালানো,চাকা আবিষ্কার, কৃষি পদ্ধতি উন্নয়ন এবং স্থাপত্যে প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছিল। আধুনিক যুগে প্রযুক্তি রূপ নিয়েছে স্মার্টফোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবট, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন মাধ্যমে।

কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۙ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“আর তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কান, চোখ ও হৃদয়; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।” (সূরা আন-নাহল,১৬:৭৮)

অতএব,প্রযুক্তি ব্যবহারেও আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা,
নৈতিকতা এবং সীমাবদ্ধতার অপরিহার্যতা অবলম্বন করতে হবে।

ইসলামে জ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব:

ইসলাম জ্ঞানকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।” (ইবনে মাজাহ)

আমরা যদি মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে সেখানে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের সৃষ্টি এবং উন্নয়ন। যেমন, আল-জাহরাভি সার্জারিতে যন্ত্র ব্যবহার, ইবনে সিনা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়ন, আল-খারিজমি অ্যালগরিদমের উদ্ভাবন। আর এসব প্রমাণ করে যে ইসলাম প্রযুক্তি ও জ্ঞানকে সর্বদা উৎসাহিত করেছে।

তবে ইসলামে প্রযুক্তি কখনো মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয় বরং এটি আল্লাহর পথে চলার মাধ্যম হতে হবে। প্রযুক্তিকে একমাত্র উদ্দেশ্য বানালে এটি অনেক সময় নৈতিক ও আত্মিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যা আমাদের জন্য মোটেই কাম্য নয়।

প্রযুক্তির প্রতিটি উন্নয়ন আসলে মানুষের জন্য পরীক্ষা।

সে কি এটি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ব্যবহার করবে,নাকি দুনিয়ার মোহে পাপ ও নৈতিক অবক্ষয়ে ডুবে যাবে?

প্রযুক্তির কল্যাণ ও সুবিধা:

সঠিকভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তি মানব জীবনে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেয়:

১. তথ্য ও যোগাযোগ: মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যেকোনো স্থানের সাথে সংযোগ স্থাপন।

২. শিক্ষা ও গবেষণা: অনলাইন শিক্ষা ও গবেষণার সুবিধা।

৩. চিকিৎসা: জটিল অপারেশন এবং নতুন নতুন ওষুধের আবিষ্কার। এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভাবন।

৪. ইসলামী দাওয়াহ: কুরআন,হাদীস এবং ইসলামিক শিক্ষার সহজলভ্যতা।

৫. কৃষি ও ব্যবসা: উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং অনলাইন ব্যবসায় সহজতা।

তবে কল্যাণ তখনই স্থায়ী হবে যখন মানুষ প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। এবং কল্যাণের নিয়তে মানবজীবনে প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে।

প্রযুক্তির ফাঁদ: আধুনিক বাস্তবতা:

প্রত্যেকটা বিষয়ের যেমন কল্যাণ রয়েছে তেমনি অকল্যাণও আছে। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির অপব্যবহার আমাদের সমাজে ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। সেটা যেমন ব্যক্তি জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তেমনি সমাজ ব্যবস্থায়ও এর প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। যেমন;

১. সামাজিক মাধ্যমের নেশা: মানুষ দুনিয়ার বিভ্রমে নিমগ্ন।

২. মিথ্যা অহংকার ও প্রতিযোগিতা: মানসিক চাপ বৃদ্ধি।

৩. পারিবারিক সম্পর্কের দুর্বলতা: বাস্তব জীবনের সম্পর্ক ক্ষয়।

৪. মানসিক চাপ ও একাকিত্ব: হতাশা ও আত্মসম্মানের হ্রাস।

৫. যেকোনো তুচ্ছ বা নিম্ন বিষয়ে ভাইরাল হওয়ার মানসিকতা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

দুইটি নিয়ামতের মূল্য মানুষ বুঝতে পারে না। "অবসর ও সুস্থতা"। (সহীহ বুখারী)

আজকাল এই নিয়ামতই প্রযুক্তির নেশায় ক্ষয় হচ্ছে। এর ফলে মানুষের প্রাত্যহিক জীবন থেকে বারাকাহ হারিয়ে যাচ্ছে। যেটা একজন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তির জন্য মোটেই কাম্য নয়।

তাই আমাদেরকে প্রযুক্তি ব্যবহারে আরও বেশী সচেতন হতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তির অপকারিতা:

১. আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যাওয়া।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি পায়।" (সূরা রা'দ, ১৩:২৮)

২. সময়ের অপচয় ও আমলের ক্ষয়।

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"মানুষ ক্ষতির মধ্যে, যদি না তারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।" (সূরা আল-আসর,১০৩:২–৩)

৩. অশালীনতা ও নৈতিক অবক্ষয়।

"যখন লজ্জা চলে যায়,তখন যা ইচ্ছা করা।" (সহীহ বুখারী)

৪. অহংকার ও প্রদর্শন।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“আল্লাহ অহংকারী ও আত্মপ্রশংসাকারীদের ভালোবাসেন না।” (সূরা লুকমান,৩১:১৮)

৫. পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা।

পরিবারের সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহারে।

৬. মানসিক ও আত্মিক অশান্তি।

আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া অনেক বড় একটা নিয়ামত। যা বর্তমান সময়ে মানুষের ভিতর থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এই প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে। তাই একজন মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে আরও বেশী সচেতন হতে হবে আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া এই নিয়ামত গুলো রক্ষার করার ক্ষেত্রে। আল্লাহ সহজ করুন আমাদের জন্য।

ডিজিটাল দুনিয়ায় গোপনীয়তা ও নৈতিক দিক:

গোপনীয়তা ভঙ্গ করা ইসলামে হারাম। আজকাল মানুষ,

- কারো ছবি
- ব্যক্তিগত তথ্য
- স্ক্রিনশট

অনুমতি ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়।

এজন্য প্রযুক্তি ব্যবহারে গোপনীয়তা,ব্যক্তিগত তথ্য,গীবত ও পরনিন্দা বিষয়ে সতর্কতা ভীষণভাবে জরুরি। কারণ ইসলাম সর্বক্ষেত্রে গোপনীয়তা,সততা এবং ন্যায়পরায়ণ আচরণকে উৎসাহিত করে।

প্রযুক্তির আসক্তি ও মানসিক স্বাস্থ্য:

গবেষণা বলে স্মার্টফোন আসক্তি মস্তিষ্কের dopamine system নষ্ট করে। এছাড়াও।

১. ঘুমের সমস্যা,একাকিত্ব, হতাশা।

২. আত্মসম্মান হ্রাস,সামাজিক দক্ষতার দুর্বলতা এবং অলসতা কাজ করা।

এগুলো বিষয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব যদি আমরা প্রতিনিয়ত আন্তরিকতার সহিত আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করি। নামাজ পড়ার মাধ্যমে,কুরআন পাঠ করার মাধ্যমে এবং তার নির্দেশিত পথে চলার মাধ্যমে। এছাড়াও রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাহভিত্তিক লাইফস্টাইল অনুসরণ করার মাধ্যমে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দায়িত্ব:

বর্তমানে এই প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে বিশেষ করে শিশুরা বিভিন্ন ধরণের ক্ষতির সম্মুক্ষীন হচ্ছে। যেমন;

- ভিডিও গেমসে আসক্ত হওয়া।
- পড়াশুনার মনোযোগ নষ্ট হওয়া।
- সামাজিক দক্ষতা কমে যাওয়া।
- ধর্মীয় চেতনা কম হওয়া।

এক্ষেত্রে শিশু ও কিশোরদের প্রযুক্তি ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ, ইসলামী শিক্ষা এবং পরিবারের সঠিক তত্ত্বাবধান অপরিহার্য। একই সাথে বড়দেরকে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেই সাথে সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। যেনো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের দেখে এটা শিখতে পারে।

ইসলামী সমাজে প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার:

১. অনলাইন দাওয়াহ।

২. ইসলামিক অ্যাপ ও শিক্ষামূলক কনটেন্ট তৈরী।

৩. ডিজিটাল দান,সাদকা ও সমাজসেবা।

৪. কুরআন শিক্ষা।

৫. তাফসীর ও ফিকহ শিক্ষা।

৬. অনলাইন মাদরাসা।

৭. চিকিৎসা সেবা।

এগুলো মাধ্যমের কারণে মুসলিম উম্মাহ আজ আগের তুলনায় ঈমানী জ্ঞাণ অনেক সহজে পাচ্ছে। তবে এই জ্ঞানটাকে যথেষ্ট যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করতে হবে।

সমাধান ও পরামর্শ:

১. প্রযুক্তি উদ্দেশ্য নয় বরং মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা।

২. সময় পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি অনুসরণ করা।

৩. নামাজ, কুরআন পাঠ ও আত্মশুদ্ধি বজায় রাখা এবং সেইসাথে নিয়ত ঠিক রাখা।

৪. অশালীন কনটেন্ট থেকে দূরে থাকা।

৫. পরিবার ও সমাজের বাস্তব সম্পর্ক গুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া।

৬. নিয়মিত তাওবা করা। কেননা বিশুদ্ধ তাওবা অন্তরকে পরিষ্কার রাখে।

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য বের হওয়ার পথ তৈরি করে দেন।" (সূরা আত-তালাক,৬৫:২)

৭. প্রযুক্তি-মুক্ত সময় নির্ধারণ করা।

উপসংহার:

প্রযুক্তি আল্লাহর দান, কিন্তু এর অপব্যবহার শয়তানের ফাঁদ। ইসলাম আমাদের শেখায়, যে জিনিস কল্যাণ বয়ে আনতে পারে তা ধ্বংসও ডেকে আনতে পারে যদি তা সীমা অতিক্রম করে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

فَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"আর এ পৃথিবীতে তোমরা সীমা অতিক্রম করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"
(সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫৫)

প্রযুক্তি ভালো, যদি সেটা নিয়ন্ত্রণে থাকে।
প্রযুক্তি খারাপ,যদি তা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে।

ইসলাম আমাদের দিয়েছে:

- ভারসাম্য
- সংযম
- নৈতিকতা
- আল্লাহর স্মরণ।

এছাড়াও কুরআন বলে:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

“সফল সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে শুদ্ধ করেছে।”
(সূরা আশ-শামস, ৯১:৯)

সুতরাং,যারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে,তারাই সফল হবে।
তাই প্রযুক্তিকে দাস বানাও,
প্রযুক্তির দাস হয়ো না।

(সমাপ্ত)